দরুদ ও সালামের ফযিলত

15-February-24

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, শয়ন করা বা সাহরী, ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা ফুঁক দেওয়া পানি পান করাও জায়িয নেই, তবে ইতিকাফের নিয়্যত থাকলে এসব কিছু আনুষাঙ্গিকভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত যেনো শুধুমাত্র পানাহার, বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয় । ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে সে যেনো ইতিকাফের নিয়্যত করে নেয়, কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে খাবার-দাবার বা ঘুমাতে পারবে)

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা

www.dawateislami.net

তোমাদের মজলিশ সমূহকে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা সৌন্দর্য মন্ডিত করো, কেননা তোমাদের আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।

(জামে' সগীর, হরফুয যা', ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাবান আমার মাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه শাবানুল মুয়াজ্জমের বরকতময় মাস শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের এ বরকতময় মাসের প্রতি অতি আদব ও সম্মান বজায় রেখে অধিকহারে ইবাদত ও তিলাওয়াত করা উচিত। এ মাস প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাথে সম্পৃক্ত। যেমনটি নবী

করীম, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "شَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللّٰهِ অর্থাৎ শাবান আমার মাস আর রমযান আল্লাহ পাকের মাস।"

(জামে' সগীর, হরফুশ শীন, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৮৯)

শাবান মাসে অধিক হারে দরূদ শরীফও পাঠ করা উচিত, কেননা গুনিয়াতুত তালেবীনে বর্ণিত রয়েছে: শাবানুল মুয়াজ্জমে প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করা হয় আর এটি নবীয়ে মুখতার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরূদ প্রেরণের মাস। **(গুনিয়াতুত তালেবীন, মজলিশে ফী ফালি শাহরি শাবান, ১/৩৪২)**

এক বর্ণনায় রয়েছে; যে ব্যক্তি শাবান মাসে দৈনিক সাতশত (৭০০) বার নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তবে আল্লাহ পাক কিছু ফিরিশতা নিযুক্ত করবেন, যাঁরা তার দরূদ শরীফকে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র পবিত্র দরবারে পৌঁছাবে, আর এর ফলে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র রূহ মোবারক খুশী হবে। অতঃপর আল্লাহ পাক ঐ ফিরিশতাদের আদেশ দিবেন; "এ ব্যক্তির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকো।"

(আল কাউলুল বদী, আস্সালাতু আলাইহি ফী শাবানা, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! যেহেতু এ মাস আমাদের প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র মাস এবং দরূদ শরীফ পাঠ করার মাস, এ পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা দরূদ ও সালামের ফযীলত সমূহ শুনবো; যেমনিভাবে

জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ

হযরত সায়্যিদ মাহমুদ কুরদী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার সম্মানিত আম্মাজান বলেন, তাঁর পিতামহ (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদ মাহমুদ কুরদী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র নানাজান, যাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ), তিনি আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন যে, যখন আমার ইন্তেকাল হবে এবং আমাকে গোসল দেওয়া হবে, তখন ছাদ থেকে আমার কাফনের উপর একটি সবুজ রঙের চিঠি পড়বে, যাতে লিখা থাকবে; "هٰذِهٖ بَرَاءَةٌ مُحَمَّدِنِ العَالِمِ بِعِلۡمِهٖ مِنَ النَّارِ" অর্থাৎ মুহাম্মদ যিনি আলিম, তিনি ইলমের উসিলায় জাহান্নাম হতে মুক্তির ছাড়পত্র পেয়েছেন।" ছোট সে চিঠিটি আমার কাফনে রেখে দিবে। অতএব, গোসলের পর সেই চিঠি পড়লো, যখন লোকেরা কাগজটি পড়ে নিল, তখন আমি সেটা তাঁর বুকের উপর রেখে দিলাম। সে চিঠির একটি বিশেষত্ব ছিলো যে, যেভাবে চিঠির সামনে থেকে পড়া যেতো, সেভাবে চিঠির পিছন থেকেও পড়া যেতো। আমি আমার সম্মানিত আম্মাজানের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম: নানাজানের আমল কী ছিলো? আম্মাজান বললেন: " كَانَ اَكۡثَرُ عَمَلِهٖ دَوَامُ الذِّكۡرِ مَعَ كَثۡرَةِ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِي অর্থাৎ তাঁর এ আমল ছিলো যে, তিনি সর্বদা আল্লাহ পাকের যিকির করার সাথে সাথে দরূদ শরীফও অধিক হারে পাঠ করতেন।"

(সাআদাতুদ দারাঈন, আল বাবুর রাবে, লতীফা নং: ৯৭, ১৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন তো! অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা কত উত্তম আমল যে, এর বরকতে মানুষের চোখের সামনে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ছাড়পত্র এসে গেলো। যারা নবী করীম

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার এ বরকত নিজের চোখে দেখেছেন, তাদেরও হয়তো দরূদ ও সালাম পাঠ করার মন-মানসিকতা তৈরী হয়েছে। আমাদেরও উচিত, উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বদা আপন প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তোলা। দরূদ ও সালামের ফযীলতের উপর অসংখ্য কিতাব রচিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ওলামায়ে কিরামও এর ফযীলত ও উপকারীতা বয়ান করতে থাকেন। স্মরণ রাখবেন! কলমের কালি শেষ হতে পারে, বয়ানের শব্দাবলী (Words)ও শেষ হতে পারে, কিন্তু হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র উপর দরূদ ও সালামের ফযীলত যথাযথ বর্ণনা করা সম্ভব নয় কেননা, দরূদ শরীফ এমন একটি আমল, স্বয়ং আল্লাহ পাক এবং তাঁর ফেরেশতারাও এ আমল করে থাকেন। সুতরাং ২২ পারার সূরা আহযাব-এর ৫৬নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ দরূদ প্রেরণ করেন ঐ অদৃশ্য বক্তা (নবী)র প্রতি, হে ঈমানদারগণ! তাঁর প্রতি দরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো।

তাফসীরে রূহুল বয়ানে বর্ণিত রয়েছে; এ আয়াতে মোবারকা অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র নূরানী চেহারা আনন্দে নূরের কিরণ বন্টন করতে লাগলো এবং ইরশাদ করলেন: "আমাকে মোবারকবাদ পেশ করো, কেননা আমায় সেই আয়াতে মোবারকা দান করা হয়েছে, যা আমার নিকট দুনিয়া এবং যা কিছু এতে রয়েছে তা থেকে অধিক প্রিয়।" **(রূহুল বয়ান, পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬, ৭/২২৩)**

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এ আয়াতে মোবারকা নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সরাসরি প্রশংসা। এতে ঈমানদারদেরকে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরূদ ও সালাম পেশ করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। আনন্দের ব্যাপার হলো যে, আল্লাহ পাক কোরআনে পাকে যথেষ্ট বিধানাবলী (Orders) বর্ণনা করেছেন, যেমন- নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি কিন্তু কোথাও এটা বলেননি যে, এ কাজটি আমিও করি, আমার ফেরেশতারাও করে এবং ঈমানদারগণ তোমরাও করো। শুধুমাত্র দরূদ শরীফের জন্যই এমন বলা হয়েছে, এর কারণ একেবারে পরিষ্কার কেননা কোন কাজই এমন নেই, যা আল্লাহ পাকেরও হবে এবং বান্দাদেরও হবে। অবশ্যই আল্লাহ পাকের কাজ আমরা করতে পারি না এবং আমাদের কাজ থেকে আল্লাহ পাক অনেক ঊর্ধ্বে। যদি কোন কাজ এমন থাকে যা আল্লাহ পাকও করেন, ফেরেশতারাও করেন এবং মুসলমানদেরকেও সেটার হুকুম দেয়া হয়েছে, তবে সেটা হলো একমাত্র প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরূদ প্রেরণ করা। যেভাবে ঈদের নতুন চাঁদের উপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, সেভাবে মদীনার চাঁদের উপর সকল সৃষ্টির এবং সৃষ্টিকর্তারও দৃষ্টি রয়েছে। **(শানে হাবীবুর রহমান, ১৮৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে এ বিষয়টি মনে রাখবেন (Memoriæe) যে, যদিও একই শব্দের সম্পর্ক আল্লাহ পাক, ফিরিশতা এবং মু'মিনদের দিকে করা হয়েছে, কিন্তু যার দিকে সম্পর্ক করা হয়েছে তার হিসেবে অর্থ ভিন্ন।

www.dawateislami.net

ইমাম বাগভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের দরূদ হলো; রহমত নাযিল (বর্ষণ) করা, অন্যদিকে আমাদের দরূদ দ্বারা উদ্দেশ্য রহমতের দোয়া করা। **(শরহুস সুন্নাহ, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাত আলান নবী, ২/২৮০)** এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, যখন আল্লাহ পাক স্বয়ং প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর রহমত অবতীর্ণ করছেন, তখন আমাদেরকে কেন দরূদ শরীফ পাঠ করার অর্থাৎ রহমতের দোয়া করার হুকুম দিলেন? কেননা সে বস্তুটিই চাওয়া হয়, যা পূর্বে অর্জন হয়নি, যখন শুরু থেকেই রহমত অবতীর্ণ হচ্ছে, তাহলে চাওয়ার আদেশ দেওয়া হলো কেন?

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: হে দরূদ ও সালাম পাঠকারীগণ! কখনো এমন ধারণাও করো না যে, আমার প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর আমার রহমত তোমাদের চাওয়ার উপর নির্ভরশীল এবং আমার মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদের দরূদও সালামের মুখাপেক্ষী। তোমরা দরূদ পাঠ করো বা না করো তাঁর উপর আমার রহমত সমূহ সর্বদা অবতীর্ণ হয়ে থাকে। তোমাদের সৃষ্টি, তোমাদের দরূদ ও সালাম পড়াতো এখন থেকে হয়েছে। প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর রহমতের বর্ষণ তখন থেকেই যখন "যখন" এবং "কখন" ও সৃষ্টি হয়নি। "যেখানে" "সেখানে" "কোথায়" ইত্যাদিরও পূর্বে তাঁর উপর রহমতই রহমত রয়েছে। তোমাদের দরূদ ও সালাম পাঠ করা অর্থাৎ প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র জন্য রহমতের দোয়া চাওয়া তোমাদের নিজেদেরই উপকারের জন্য, তোমরা দরূদ ও সালাম পড়লে এতে তোমরা অনেক প্রতিদান ও সাওয়াব লাভ করবে। **(শানে হাবীবুর রহমান, ১৮৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! নিঃসন্দেহে আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আমাদের দরূদ শরীফের কোন প্রয়োজন নেই বরং এতে দরূদে পাক পাঠকারীরই উপকার রয়েছে। যে দরূদ ও সালাম যতো বেশি পাঠ করবে, তার আমল নামায় সাওয়াবের ভান্ডার ততই বেশি হবে কিন্তু শয়তান কখনো এটা চাই না যে, অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা আমাদের নেকী সমূহ বৃদ্ধি পেয়ে যাক। হতে পারে এমন কুমন্ত্রণা দিবে যে, অমুক সময় দরূদ শরীফ না পড়া উচিত, অমুক অবস্থায় পাঠ করা নিষেধ বা অমুক অমুক দরূদ শরীফ না পড়া উচিত বা আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত নয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ সে শয়তানী ধারণাকে অন্তর থেকে বের করে দিন এবং উঠতে বসতে চলতে ফেরতে অধিক হারে দরূদ ও সালাম পড়তে থাকুন কেননা দরূদ শরীফের আধিক্যতা নবীর গোলামদের নিদর্শন।

হযরত আলী বিন হুসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: عَلَامَةُ أَهْلِ السُّنَةِ كَثْرَةُ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ الله অর্থাৎ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা আহলে সুন্নাতের নিদর্শন।

(আল কউলুল বদী, প্রথম অংশ, ফিল আমরি বিস্ সালাতি আলা রাসূলিল্লাহ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

الحَمْدُ لله হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের দয়ায় আশিকানে রাসূল আযানের পূর্বে, আযানের পরে, জুমার নামাযের পর এবং অন্যান্য অনেক সময় দরূদ সালাম পড়েন এবং অনেক সৌভাগ্যবান এমনও রয়েছেন যে, মৃত্যুর সময়ও তাঁদের মুখে দরূদ ও সালামের শব্দাবলি জারি হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দরূদ ও সালামের আদেশের কোন সীমাবদ্ধতা নেই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অভিশপ্ত শয়তান যেখানে মুসলমানদেরকে অন্যান্য নেক কাজ থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করে, সেখানে আযানের পূর্বে ও পরে দরূদ ও সালামের ব্যাপারে এবং বিভিন্নভাবে কুমন্ত্রণা দেয়। স্মরণ রাখবেন! আল্লাহ পাক ২২ পারায় সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতে কোন সময়ের সীমাবদ্ধতা ছাড়া ইরশাদ করেন:

"হে ঈমানদারগণ! তাঁর উপর দরূদ ও বেশি বেশি সালাম প্রেরণ করো।" এবং যে বিষয়টি শরীয়তের মধ্যে সীমাবদ্ধতা ব্যতীত বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে নিজের পক্ষ থেকে কোন শর্ত (লাগানো) প্রয়োগ করা বৈধ নয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গানে দ্বীনগণ আমাদের সহজতার জন্য অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করার বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণনা করেছেন, যদি আমরা সেগুলো হতে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দরূদ শরীফ পাঠ করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নিই। তাহলে اِنْ شَآءَ الله দরূদ শরীফের অসংখ্য বরকত লাভ হবে। আসুন! এ প্রসঙ্গে বুযুর্গানে দ্বীনের কিছু বাণী শুনি:

দরূদ শরীফ পাঠ করার সংখ্যা প্রসঙ্গে বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী সমূহ

(১) হযরত আল্লামা ইউসুফ নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এক বুযুর্গের বাণী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করার সর্বনিম্ন

সংখ্যা দৈনিক ৩৫০ বার, দিনে এবং প্রতি রাতে ৩৫০বার দরূদে পাক পড়া উচিত। **(আফযালুস সালাওয়াত আলা সায়্যিদিস সাআদাত, ৩০ পৃষ্ঠা)**

(২) হযরত ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "কাশফুল গুম্মা" এর মধ্যে কিছু ওলামায়ে কিরামের বক্তব্য বর্ণনা করেন: তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর অধিক হারে দরূদ শরীফের সর্বনিম্ন সংখ্যা, প্রতি রাতে ৭০০বার এবং প্রতিদিন ৭০০বার করে।

(কাশফুল গুম্মা, ১ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

(৩) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০০ বার দরূদ শরীফ অবশ্যই পড়বেন যদি সম্ভব না হয় ৫০০ বারই যথেষ্ট। কোন কোন বুযুর্গ দৈনিক ৩০০বার এবং কোন কোন বুযুর্গ ফযর ও আসর নামাযের পর ২০০বার করে পড়তে বলেছেন এবং কিছু ঘুমানোর সময়ও পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আরো বলেন: দৈনিক কমপক্ষে ১০০বার দরূদ শরীফ অবশ্যই পড়া উচিত। কতিপয় দরূদ শরীফের এমন বাক্য রয়েছে (যেমন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (যেগুলো পাঠ করার দ্বারা ১০০০ এর সংখ্যা সহজে এবং দ্রুত পূর্ণ হয়ে যায় (যদি সেটাকে ওযীফা বানিয়ে নেওয়া হয়) এবং এমনিতেই যারা অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করাই অভ্যস্থ হয়, তাদের উপর তা সহজ হয়ে যায়। মোটকথা হলো, যে নবী প্রেমিক হয়, তার দরূদ ও সালাম পাঠ করার দ্বারা সে স্বাদ ও মধুরতা অর্জন হয় যা তাঁর রূহে শক্তি জোগায়।

(জযবুল কুলুব, ২৩১, ২৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! দৈনিক ১০০বার, ৩০০বার বা সকাল ও সন্ধ্যায় ২০০বার করে। বরং দৈনিক ১০০০ বার দরূদ ও সালাম পাঠ

www.dawateislami.net

করাও খুব কঠিন কিছু না। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন দৈনিক দশ (১০) হাজার বার করে বরং চল্লিশ (৪০) হাজার বার করে দরূদ শরীফ কীভাবে পড়তেন? তাঁদের অন্যান্য ইবাদত ও ঘরোয়া জীবিকার বিষয়াদি, অতঃপর সুন্নাতের প্রচার এবং পানাহার ও বিশ্রাম ইত্যাদির জন্য কিভাবে সময় পেতেন? এর উত্তর হলো: বুযুর্গানে দ্বীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن দুনিয়ার ভালোবাসায় বন্দী ছিলেন না এবং সময় নষ্ট করা তাঁদের অভ্যাস ছিল না, এভাবে তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজ যথা-পানাহার ও হালাল উপার্জনের পরেও যথেষ্ট সময় থাকতো যা তাঁরা যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠ করে অতিবাহিত করতেন। আর অনেক লোক শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এ অল্প দিনের জীবনকেই সবকিছু মনে করে বসেছে এবং প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি সময় এ নশ্বর পৃথিবীর আরাম ও আয়েশে হারিয়ে গেছে। আফসোস! কবরের দীর্ঘ জীবন ও আখিরাতের তিক্ত ও অত্যন্ত কঠিন মঞ্জিলের দিকে আমাদের মোটেও মনযোগ নেই। বুযুর্গানে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে কামেলীনদের নিকট এ বিষয়ে পূর্ণ অনুভূতি থাকতো যে, এখানকার জীবন অল্প দিনের। এটা দেখতে দেখতেই শেষ হয়ে যাবে। যা কিছু রয়েছে সেটা মৃত্যুর পরবর্তী স্থায়ী জীবন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ এ আল্লাহ্ ওয়ালারা নিজের জীবন ইসলামের পবিত্র নীতিমালা ও প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم'র সুন্নাতের উপর আমল করে ও তাঁর পবিত্র সত্তার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে অতিবাহিত করতেন তাই আমাদের প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও বিপদে আপদে তাঁদেরকে একা ছেড়ে দিতেন না বরং বিপদের সময় এসে তাঁদের সাহায্য করতেন। আসুন এ ব্যাপারে ঈমান সতেজকারী ঘটনা শ্রবণ করি, যেমনিভাবে

জাহাজ ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পেলো

হযরত শায়খ মুসা যরীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একটি কাফেলার সাথে সমুদ্র পথে জাহাজে করে সফর করছিলাম, হঠাৎ জাহাজ ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়লো। এ ঘুর্ণিঝড় আল্লাহ্ পাকের গযব হয়ে জাহাজটিকে নড়াতে লাগলো, আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজটি ডুবে যাবে এবং আমরা সকলে মৃত্যুর মুখে পতিত হবো। এমন সময় আমার তন্দ্রাভাব এলো এবং কিছু সময়ের জন্য আমার উপর নিদ্রা এসে পড়লো, কি দেখলাম! স্বপ্নে রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরিফ আনলেন এবং দরূদে তুনাজ্জিনা[1] (১) পাঠ করে আমাকে ইরশাদ করলেন: "তুমি এবং তোমার সাথীরা (১০০০) এক হাজারবার এ দরূদটি পাঠ করে নাও।" যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন আমি আমার সব সাথীকে একত্রিত করলাম এবং উক্ত দরূদ শরীফের ওযীফা শুরু করে দিলাম। মাত্র ৩০০বার দরূদ শরীফ পাঠ করলাম, ঘূর্ণিঝড়ের বেগ কমতে লাগলো এবং ঘূর্ণিঝড় ধীরে ধীরে থেমে গেলো। সমূদ্রের উপরিভাগ শান্ত হয়ে গেলো এবং উক্ত দরূদ শরীফের বরকতে জাহাজের সকল যাত্রী মুক্তি পেয়ে গেলো। **(আল কউলুল বদী, প্রথম অংশ, ৪১৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

1. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَالْأَفَاتِ وَتَقْضِى لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দিন হোক বা রাত, আমাদের রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সত্তার উপর দরূদ ও সালামের ফুল বর্ষণ করতে থাকা উচিত। এতে কখনো অলসতা করা উচিৎ নয় কেননা, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আমাদের উপর অসংখ্য দয়া রয়েছে। যিনি দুনিয়ায় তাশরীফ আনতেই সিজদা করেছেন এবং ঠোঁটের উপর এ দোয়া জারী ছিলো; رَبِّ هَبْ لِي أُمَّتِي অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও। **(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ৩০/৭১২)**

ইমাম যুরকানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: সে সময় রাসূলে আকরাম, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুল সমূহকে এভাবে উঠিয়েছিলেন যেভাবে কোন ক্রন্দনকারী ব্যক্তি উঠিয়ে থাকে। **(যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ১/২১১)**

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিরাজ শরীফে গমণের সময় উম্মতের গুনাহগারদেরকে স্মরণ করে অশ্রুশিক্ত হয়েছেন, আল্লাহ্ পাকের দীদার এবং বিশেষ মুহূর্তেও গুনাহগার উম্মতদের স্মরণ করেছেন। **(বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, ৪/৫৮১, হাদীস নং- ৭৫১৭)** সারা জীবন বিভিন্ন সময়ে গুনাহগার উম্মতের জন্য চিন্তিত ছিলেন। **(মুসলিম, বাবু দোয়ায়িন নবী লি উম্মতিহি, ১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৬)** যখন কবর শরীফে রাখা হয় তখন ঠোঁট মোবারক নড়াছড়া করছিল, কতিপয় সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কান লাগিয়ে শুনলেন, আস্তে আস্তে উম্মতি উম্মতি (আমার উম্মত) ইরশাদ করছিলেন। কিয়ামতের দিনও তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় পাওয়া যাবে। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام

نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي (আজ আমি নিজেকে নিয়ে চিন্তিত, তাই অন্যজনের নিকট চলে যাও) বলতে থাকবে। আর অসহায়দের সহায়, উম্মতের কান্ডারী নবীর মুখে يَارَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার উম্মত

www.dawateislami.net

উম্মত বলতে থাকবেন। **(মুসলিম, বাবু আদনা আহলিল জান্নাতি, ১০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৬)** সুতরাং যখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সারা জীবন না শুধুমাত্র নিজের গুনাহগার উম্মতকে স্মরণ রেখেছেন বরং কিয়ামতের দিনেও আমাদেরকে শাফায়াত করবেন। সুতরাং ভালোবাসা এবং মনুষত্বেরও চাহিদা হলো, আমরাও উম্মত হওয়ার প্রমাণার্তে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সুন্নাতের উপর আমল করা এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরূদ ও সালাম পেশ করার ক্ষেত্রে কখনো উদাসীনতা প্রদর্শন না করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে অনেক ভালোবাসেন, সর্বদা নিজের গুনাহগার উম্মতকে ক্ষমা করানোর জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে আকুতি ও দোয়া করতেন। নিঃসন্দেহে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আমাদের উপর অসংখ্য দয়া রয়েছে, কিন্তু এর কৃতজ্ঞতা আদায় করা আমাদের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। শুধুমাত্র এতটুকুই করতে পারি যে, তাঁর উপর দরূদ ও সালামের উপহার প্রেরণ করতে পারি, অর্থাৎ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ব্যাপের রহমতের দোয়া করা যেমন- একজন মিসকিন দানশীল ব্যক্তিকে দোয়া দিয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! দরূদ শরীফ পাঠ করার একটি নেক বড় উপকারীতা এটাও যে, কিয়ামতের দিন রহমতে আলম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র শাফায়াত নসীব হবে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত; مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَهُ عِنْدِي يَوْمَ الْقِيَامَة অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার দিন

www.dawateislami.net

আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করা আমার দয়ার দায়িত্বে থাকবে ।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার ১/২৫৫, প্রথম অংশ, হাদীস নং- ২২৩৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে ২৯ পারার সূরাতুল মা'আরিজ এর ৪নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে;

كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

(পারা: ২৯, সূরা: মাআরিজ, আয়াত: ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর।

সে দিন সূর্য আগুন বর্ষণ করবে, তামার উত্তপ্ত জমিন হবে, প্রত্যেকে ঘামের সমূদ্রে ভাসতে থাকবে, প্রচন্ড পিপাসায় মুখ শুকিয়ে কাঁটা হয়ে যাবে, হায়! হায়! এর এক অবস্থার উন্মেষ ঘটবে। এ কঠিন মুহূর্তে কেউ কারো অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে না। ৩০ পারার সূরা আবাসা এর ৩৪-৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ
وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

(পারা: ৩০, সূরা: আবাসা, আয়াত: ৩৪-৩৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এ দিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই, মাতা-পিতা, স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি হতে।

এমন কঠিন মুহূর্তে যখন কেউ কোন অবস্থা জিজ্ঞাসা করার থাকবে না, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام 'র পক্ষ থেকেও"إِذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِى অর্থাৎ অন্য কারো নিকট যাও উত্তর আসবে। এমন অবস্থায় একজন মহান সত্ত্বাই সহায়ক হবেন, যিনি আমাদের মতো গুনাহগারদের আশার আলো দেখাবেন, আমাদের অসহায়ত্বের সহায় (Support) হবেন। যার মুখে "انا لها" অর্থাৎ শাফায়াতের জন্য আমিই আছি এর বাণী উচ্চারিত হতে থাকবে। জি, হ্যাঁ! ঐ পবিত্র সত্তা আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থাকবেন যিনি আল্লাহ পাকের দরবারে সিজদায় পতিত হয়ে গুনাহগার উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন।

হযরত রুআইফা বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এই দরূদ পড়বে "اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَانْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল।"

(মুজামে-কবীর , রুআইফা বিন আল আনসারী, ৫/২৬, হাদীস নং- ৪৪৮০)

৮ নাম্বার নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

سُبْحٰنَ الله! হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন তো! দরূদে পাক কতো সংক্ষিপ্ত এবং অধিক মর্যাদাপূর্ণ আমল কিন্তু এর প্রতিদান কতোইনা উত্তম, যার বরকতে হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই রহমতে আলম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র শাফায়াতের অধিকারী হতে অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে বিভিন্ন সময় দরূদ শরীফের উৎসাহ প্রদান করা হয় আর দরূদ শরীফের উৎসাহ তো ৭২টি নেক আমলের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নেক আমল নং ৮ এ রয়েছে: আপনি কি আজ কমপক্ষে ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছেন? এই নেক আমলের প্রতি যদি আমরা আমলকারী হয়ে যাই তবে আমরা দরূদ ও সালামের অভ্যস্ত হয়ে যাব। তাই দরূদ শরীফের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নেক আমলের উপর আমল করুন। দরূদ ও সালামের ফযীলত পড়তে থাকুন এবং না পড়ার শাস্তিও মাথায় রাখুন। সবর্দা নিজের সাথে একটি তাসবীহ রাখুন, যার মাধ্যেমে দৈনিক নির্দিষ্ট সংখ্যায় দরূদ

শরীফ পাঠ করুন। এছাড়াও অবসর সময়ে অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়ে যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলুন। এসব উত্তম অভ্যাস বাস্তবায়নের জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এর বিভিন্ন বিভাগ সমূহে খেদমতে নিয়োজিত হয়ে যান এবং ইহকালীন ও পরকালীন বরকতের অংশীদার হোন।

ওলামাদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সুন্নী ওলামায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসার ফলশ্রুতিতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী ওলামাদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ নামে একটি বিভাগও প্রতিষ্ঠা করেছে। যাতে এর মাধ্যমে সুন্নী ওলামায়ে কেরামকে (মসজিদের ইমাম, খতীব, শিক্ষকদের) আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি খেদমত সম্পর্কে অবহিত করা যায়। তাদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে তাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় এবং তাদের কাছ থেকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে সহযোগিতা নেয়া যায়। তাদের দোয়া নেয়া যায় এবং সুন্নি মাদ্রাসা ও জামেয়া সমূহে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের ব্যবস্থা করা যায়।

যিকির ও দোয়ার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, যিকির ও দরূদ সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) ইরশাদ হচ্ছে: আপন প্রতিপালকের

যিকিরকারী ও যিকির বর্জনকারীর উদাহরণ জীবিত ও মৃতের ন্যায়। **(বুখারী, কিতাবুত-দাওয়াত, ৪/২২০, হাদীস: ৬৪০৭)** (২) ইরশাদ হচ্ছে: "কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই হবে যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করছে। **(তিরমিযী ২/২৭, হাদীস: ৪৮৪)** ✸ আল্লাহ পাকের যিকির সর্বদা আধ্যাত্মিক খাদ্য ✸ কতিপয় আল্লাহর ওলী তিন বছর যাবত পানি পান করেননি কিন্তু তবুও জীবিত ছিলেন, আল্লাহর যিকিরের বরকতে। **(মিরাতুল মানাজিহ ৭/৩২০)** ✸ অধিক হারে আল্লাহর যিকির করো, আল্লাহর বিশেষ বান্দা হয়ে যাবে **(গ্রাম্যলোকদের প্রশ্ন ও প্রিয় নবী রাসূলে আরবীর উত্তর, ৩ পৃষ্ঠা)** ✸ হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: মোরগ বলে: اذكروا الله يَا غَافِلِين হে উদাসীগণ! আল্লাহকে স্মরণ করো, **(ফয়যুল কাদীর, ১/৪৮৮, হাদীস: ৪৮৮) (প্রাগুক্ত, ৩৯: পৃষ্ঠা)** ✸ যদি কোন আমল এমন থাকে যা আল্লাহও করেন, ফেরেস্তারাও করে এবং মুসলমানদেরও সেটা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে তা হলো একমাত্র নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করা। **(দরূদ ও সালামের সমাহার, ২০ পৃষ্ঠা)** " মহান আল্লাহ পাকের দরূদ পাঠের অর্থ হলো রহমত অবতীর্ণ করা পক্ষান্তরে ফেরেস্তা এবং আমাদের দরূদ পাঠের অর্থ হলো রহমত প্রার্থনা করা। **(দরূদ ও সালামের সমাহার, ২১ পৃষ্ঠা)**

ঘোষণা

যিকির ও দরূদের অবশিষ্ট মাদানী ফুল শিখা শিখানোর হালকায় বয়ান করা হবে অতএব সেগুলো জানতে শিখা শিখানোর হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد